দশম শ্রেণি

বিষয় : বাংলা

প্রবন্ধ

হারিয়ে যাওয়া কালি কলম

শ্রীপান্থ

কয়েকটি আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর:

১. ''আমার মনে পড়ে প্রথম ফাউন্টেন পেন কেনার কথা।'' — 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' রচনায় কোন সময়ে লেখকের ফাউন্টেন পেন কেনার অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে? ফাউন্টেন পেন কেনার অভিজ্ঞতাটি কেমন ছিল?

উঃ 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' স্মৃতি -নিবন্ধে লেখক-সাংবাদিক শ্রীপান্থ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের কোনো একটি দিনে তাঁর প্রথম ফাউন্টেন পেন কেনার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।

লেখক গিয়েছিলেন কলেজ স্ট্রিটের কোনো দোকানে পেন কিনতে। দোকানে পেন চাইলে, দোকানী জানতে চেয়েছেন 'কী কলম?' এই প্রশ্নটা করেই দোকানের মালিক বলে চলেন, 'পার্কার? শেফার্ড? ওয়াটারম্যান? সোয়ান? পাইলট? কিশোর লেখকের ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা দেখে বুঝতে পারেন হয়তো পকেটের ওজন ভারী নয়। তাই দেখান একটা জাপানী পাইলট পেন। খাপটা খুলে সার্কাস দলে যেমন একটা মানুষকে বোর্ডের গায়ে দাঁড় করিয়ে ধারালো ছুরি ছুঁড়ে দেয়া হয়, তেমন করে বোর্ডের গায়ে ছুঁড়ে দিলেন পেনটা। গেঁথেও গেল বোর্ডে। দোকানদার কলমটি বোর্ডের গা থেকে খুলে দেখান। বলেন, ''এই দেখো। নিব ঠিক আছে''। সেই সাথে দু-এক ছত্র লিখেও দেখিয়ে দেন। লেখক সেই জাদুকলম নিয়ে ঘরে ফিরেছিলেন। ঘটনাটি হয়তো সামান্য। কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে কিশোর বয়সের লেখকের কাছে এর মূল্য অপরিসীম। স্বাভাবিকভাবেই লেখক স্মৃতিমেদুর। শেষে লিখেছেন, ''পরে নামী দামি আরও নানা জাতের ফাউন্টেন পেন হাতে এসেছে। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলাম সেই জাপানি পাইলটকে।''

২. 'কলমকে বলা হয় তলোয়ারের চেয়ে শক্তিধর।'' — বহিরঙ্গভাবে একথার ভিত্তি কী? বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

উঃ 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' স্মৃতি-নিবন্ধে লেখক-সাংবাদিক শ্রীপান্থ ঝরনা কলম বা ফাউন্টেন পেনের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রশ্নোদ্ধৃত কথাটি বলেছেন। বাইরের দিক থেকে 'ব্যারেল', 'কার্টিজ' ইত্যাদি শব্দ পেন ও বন্দুক উভয়ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়।

এই সাদৃশ্যপূর্ণ বক্তব্য স্পষ্ট করতে লেখক ইতিহাসের সামান্য ইঙ্গিত হাজির করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কলমধারী লেখককেও সভ্যতার স্বার্থে, মানবতার পক্ষে কলম ছেড়ে ধরতে হয়েছে অস্ত্র। প্রখ্যাত রুশ কথাসাহিত্যিক লিও তলস্তয় যুদ্ধে গেছেন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রতিরোধ সংগ্রামে। 'সেবাস্তোপোলের কাহিনি'তে আছে সে ইতিহাস। আবার লেখকদের কলম যে অস্ত্রের থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ তো স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৬-এ 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয়, সরকার নিষিদ্ধ করে সেই গ্রন্থ। কারণ 'পথের দারী'-র মধ্যেকার নিহিত শক্তি বৃটিশদের অস্ত্রের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। কিংবা নজরুলের 'বিষেয় বাঁশী', তাকেও তো ভয় পেয়েছে বৃটিশ শাসক। ''অরণি' পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের লেখা 'স্বাধীনতার দাবী' বইটি ইংরেজ সরকারের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয় বলেই তো সেটা নিষিদ্ধ করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অস্ত্রশক্তির এই ভয় পাওয়ার ইতিহাস বড়ো কম নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকেরা জানিয়ে দিয়েছিল ডেনিস ব্রুটাসকে, একটি অক্ষর লেখার জন্য তাঁর শাস্তি হতে পারে মৃত্যুদণ্ড। ১৯৬১-৭০ টানা দশ বৎসর লিখতে দেওয়া হয়নি তাঁকে। অর্থাৎ অস্ত্রের শক্তি অর্থাৎ তলোয়াররের শক্তির তুলনায় কলমের শক্তি বড়ো হয়ে ওঠে বারবার।